"মিষ্টি বাচ্চারা - যত জ্ঞানের দান করবে, ততই সম্পদ ভরপুর হতে থাকবে, বিচার সাগর মন্থনও চলতে থাকবে, সুন্দর ধারণা হবে"

*প্রশ্নঃ - যেই আত্মাদের ভাগ্যে অসীম জগতের সুখ প্রাপ্তি নেই, তাদের নিদর্শন কি হবে?

*উত্তরঃ - তারা এই জ্ঞান শ্রবণ করবে কিন্তু এমনভাবে শ্রবণ করবে যেন উল্টো ঘড়া । বুদ্ধিতে কিছুই বসবে না । তারা ভালো - ভালো করবে, মহিমা করবে । তারা বলবে - হ্যাঁ, এ সবাইকে শোনানো উচিত, এই মার্গ খুবই সুন্দর কিন্তু নিজেরা সেই পথে চলবে না । বাবা বলেন, এও ভাগ্য । বাচ্চারা তোমাদের কর্তব্য হলো সার্ভিস করা । তোমরা হাজার জনকে শোনাতে থাকো । প্রজাও তো তৈরী হয় । মা - বাবার মতো অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণের পুরুষার্থ করো । এই জ্ঞান ধারণ করে সবাইকে নিজের সমান বানাতে থাকো ।

*গীতঃ- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি...

ওম্ শান্তি । ভাগ্য সর্বদা দুই প্রকারের হয় । এক ভালো আর দ্বিতীয় হলো মন্দ । এক সুখের আর দ্বিতীয় হলো দুঃখের । ভারতের যেমন সুখের ভাগ্যও ছিলো, তেমনই দুঃখের ভাগ্যও ছিলো । ভারতই সুখধাম ছিলো, আবার ভারতই এখন দুঃখধাম । বাড়ি নতুন হলে ভালো ভাগ্য । আর পুরানো হলে মন্দ ভাগ্য । ভারতই প্রথমে নতুন ছিলো, এখন তা আবার পুরানো হয়ে গিয়েছে । বাচ্চারা, এই কথাও তোমরাই বুঝতে পারো, দুনিয়া জানে না । তোমাদের ধ্যান এইদিকে আকর্ষণ করানো হয় যে বাচ্চারা, তোমরা কতো ভাগ্যবান ছিলে । দেবী - দেবতা বিশ্বের মালিক ছিলে, এখন আর নেই । ভালো ভাগ্য পরিবর্তিত হয়ে এখন মন্দ হয়ে গেছে । ভালো ভাগ্য কিভাবে আর কখন হয়, এ বোঝার মতো কথা । বোঝান একমাত্র অসীম জগতের পিতা । ভারতের উচ্চ ভাগ্য কখন ছিলো ? যখন স্বর্গ ছিলো । মন্দ ভাগ্য হলো এখন । মানুষ গেয়েও থাকে -- হে পতিত পাবন, তুমি এসে আমাদের পবিত্র ভাগ্য বানাও । ভারত যখন পাবন ছিলো তখন সকলের খুব জোরদার ভাগ্য ছিলো । এখন সেই ভারতই পতিত, কেননা সকলেই বিকারী । বিকারী আর নির্বিকারী, দুইরকম হয় । আমরা যদি এই সময় নির্বিকারী হতে পারি তাহলে দেবতা হতে পারবো । এখন মানুষ বাবাকে ডাকতে থাকে । কুম্ভের মেলায়ও অবশ্যই গেয়ে থাকে -- পতিত পাবন সীতারাম । পতিত - পাবনী নদী তো আর নেই । মানুষের ভাগ্য যখন মন্দ হয় তখন কতো পাথর বুদ্ধির হয়ে যায় । এ হলো সুখ - দুঃখের খেলা । দুঃখ কে দেয় ? সুখ কে প্রদান করে ? দুটি চিত্রই সকলেরপরিচিত । সুখের জন্য মানুষ পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে । হে দুঃখহর্তা সুখকর্তা । তাই এতে সিদ্ধ হয় যে, বাবা কখনোই দুঃখ দেন না । ওরা মনে করে, ভগবানই দুঃখ - সুখ দুই-ই দেন । পাই পয়সার কথাও কেউ বুঝতে পারে না । বাবা এখন তোমাদের পরশ বুদ্ধির বানিয়েছেন । তিনি বুদ্ধির তালা খুলে দিয়েছেন । তোমরা জানো যে, সৃষ্টির এই চক্র ঘুরতেই থাকে । সৃষ্টি যখন পুরানো হয় তখন সেখানে দুঃখ থাকে । তোমরা এখন তৃতীয় নয়ন পেয়েছো । তোমরা সকলকে বোঝাতে পারো, যেখানে তোমরা গেয়ে থাকো - পতিত পাবন এসো, তখন আবার কেন নদীর ধারে এসে বসেছো ? এই যজ্ঞ - তপ ইত্যাদি করা, বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করা, এ সবই হলো ভক্তিমার্গের । বাবা বলেন - এর দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত করা যায় না । তোমাদের ভক্তি যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন আমি এসে সদ্গতি প্রদান করি । যোগেরও জ্ঞান প্রয়োজন । পাবন হওয়ার জন্যও জ্ঞানের প্রয়োজন । শাস্ত্র পড়লে তো পবিত্র হওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই । বিবেক বলে যে, ভারত যখন পাবন ছিলো, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলো তখন অনেক ধনবানও ছিলো ।এমন ধনবান আর পবিত্র কে বানিয়েছেন ? গঙ্গা স্নান করে কি এমন হয়েছে, নাকি শাস্ত্র পড়ে এমন হয়েছে? এ তো তোমরা করেই এসেছো, তবুও মানুষ ডাকতে থাকে - হে পতিত পাবন এসো । পতিত দুনিয়ার সময় যখন সম্পূর্ণ হবে তখনই পতিত পাবন বাবা এসে স্বর্গের স্থাপনা করবেন । পাবন দুনিয়া হলো সত্যযুগ, পতিত দুনিয়া হলো কলিযুগ । এ কেউই বোঝে না যে, পতিত পাবন একই পরমাত্মা । মানুষ গেয়ে থাকে - পতিত পাবন সীতারাম - এর অর্থও বাবাই বোঝান যে, সকল সীতাদের রাম হলেন এক পরমাত্মা । বলা হয় - সকলের দাতা রাম । কীসের দাতা? এও মানুষ বুঝতে পারে না । বাবা বোঝান, সকলের দাতা রাম তো এক নিরাকার পিতাই । বুদ্ধিতে একদম তালা লেগে আছে । বুদ্ধিতে বসেই না । সত্যযুগে সবাই পারশ বুদ্ধির, নামই হলো পারশনাথ, পারশপুরী । বাচ্চারা, তোমরাও এই সময় পারশনাথ তৈরী হচ্ছো । আত্মা গোল্ডেন এজের তৈরী হয় । এখন আয়রন এজের বুদ্ধি । গোল্ডেন এজের বুদ্ধি সুখের হয় আর আয়রন এজের বুদ্ধি দুঃখের হয় । মানুষ বিষের পিছনে হয়রান হয় । পবিত্র হওয়ার কারণে দেখো কতো হাঙ্গামা করে । কংস, জরাসন্ধ, দুঃশাসন, সুর্পণখার গায়নও আছে । এ সবই অতীতের ঘটনার

গায়ন । অবশ্যই এ'সব হলো সঙ্গম যুগের গায়ন । প্রতিটি ঘটনাই সঙ্গম যুগের গায়ন । বাবা বলেন - আমিও পতিতকে পবিত্র করার কারণে একবারই আসি । তোমরা জানোই যে, বাবার কাজই হলো পতিতকে পাবন বানানো । বাবা যখন রচয়িতা তখন অবশ্যই নতুন রচনাই করবেন । রাবণ পতিত তৈরী করে । বাবা পাবন তৈরী করেন । তাঁর যথার্থ নাম হলো শিব । মানুষ শিবরাত্রিও পালন করে । রাত্রির অর্থও তোমরাই বুঝতে পারো । বাবা তখনই আসবেন যখন ভক্তি অর্থাৎ রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিন হবে ।

বাবা এখন বলেন - বাচ্চারা, তোমরা পবিত্র হও । এখন হলো ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় । সত্যযুগ ছিলো, আবার এই চক্র রিপিট হবে । আমি তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা বানাই । দেবতারাও মানুষই ছিলো আর অন্য কোনো তফাৎ নেই । কেবল তারা সুন্দর অর্থাৎ পাবন আর এখানকার মানুষ অসুন্দর অর্থাৎ পতিত । ভারত ছিলো গোল্ডেন এজের, আর এখন আয়রন এজের । আত্মার মধ্যে খাদ জমা হয়ে গেছে, যা যোগ অগ্নির দ্বারা দূর হবে । আগে মানুষ 'মন্মনাভব' শব্দটি পড়তো কিন্তু অর্থ কিছুই বুঝতে পারতো না । তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ যুক্ত করতে হবে, কিন্তু তাঁর রূপ সম্বন্ধে কেউই জানে না তাই যোগ কীভাবে লাগতে পারে? মানুষ বলে, পরমপিতা নাম - রূপের ঊর্ধে, তাহলে যোগ কার সঙ্গে যুক্ত করবে ? ভগবান উবাচঃ -- 'মন্মনাভব ।' দেহের বোধ ত্যাগ করো, নিজেকে আত্মা মনে করো । আত্মার রূপ কি ? বলা হয়, আত্মা হলো স্টারের মতো, ভ্রুকুটির মধ্যে বিরাজ করে । তাহলে আত্মার পিতাও এমনই হবেন । তাঁকে আবার নাম - রূপ থেকে পৃথক বলে দেয় । বাবাকে বলে থাকে, ঈশ্বর ব্রহ্ম, অখণ্ড জ্যোতি তত্ব । ব্রহ্ম তো অন্তহীন হয়ে গেলো । আকাশের যেমন কোনো অন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না । আচ্ছা, কোনো ভাবে যদি অন্ত পাওয়াও যায় কিন্তু তাতে তো কেউ মুক্তি - জীবনমুক্তি পাবে না । মুক্তি - জীবনমুক্তির অর্থও তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো । দুনিয়া তো কিছুই জানে না । মানুষ গেয়েও থাকে জ্ঞানের সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ । তিনি সত্য, চৈতন্য, পতিত পাবন তাহলে অবশ্যই তিনি পতিত দুনিয়াতেই আসবেন । তোমরা বোঝাতে পারো, যখন জ্ঞান থাকবে তখন ভক্তি থাকতে পারে না । জ্ঞান হলো দিন, সত্যযুগ আর ত্রেতা । ভক্তি হলো রাত । জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মা, নাকি (গঙ্গার) জল -- এ কথা সবাইকে বোঝাতে হবে । সম্পূর্ণ ভারতকে কীভাবে খবর দিতে হবে তারজন্য বাবা খুব ভালো ভালো উপায় বলে দেন । বাস্তবে তো আত্মা আর পরমাত্মার মেলারই মহিমা আছে । পরমাত্মা তো একই । পরমাত্মা সর্বব্যাপী -- এমন কোনো কথা হতে পারে না । বাবা এসেই সবাইকে দুঃখ থেকে উদ্ধার করেন । দুঃখে তো সবাই স্মরণ করে । কতো চিৎকার করতে থাকে । জিজ্ঞেস করো, এইসব কবে থেকে করছো ? তখন বলবে, পরম্পরা ধরে । তাহলে তো পবিত্র কেউই হয় নি কিন্তু পতিত হয়ে গেছে ।

তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সমস্ত জ্ঞান ভরপুর হয়ে আছে । জ্ঞানকে বলা হয় ব্রহ্মার দিন । বিষ্ণুর দিন বলা হয় না, কেননা জ্ঞান এখনই প্রাপ্ত হয় । দিনে দিনে পয়েন্টস স্বচ্ছ হচ্ছে । জীবনমুক্তি হলো এক সেকেন্ডের কথা, তবুও বলে থাকে জ্ঞানের সাগর, যতই লিখতে থাকো, শেষ হবে না । বাবা যখন বুঝিয়ে সব সম্পূর্ণ করেন তখন পরীক্ষাও সম্পূর্ণ হয়ে যায় । শুরু থেকে তোমরা কতো শুনে এসেছো । গীতা তো সম্পূর্ণ ছোটো আকারে করে দিয়েছে । এখানে কতো জ্ঞানের কথা আছে । বোঝানোও খুবই সহজ । সত্যযুগে অবশ্যই এক ধর্ম ছিলো । এখন তো কতো ধর্ম । কতো হাঙ্গামা । নিজেদের মধ্যেই বিরোধ হয়ে গেছে । যখন এক ধর্ম ছিলো তখন লড়াই ইত্যাদির কোনো নামও ছিলো না, সুখই সুখ ছিলো । এই চক্রের রহস্য তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, তোমরা কীভাবে ৮৪ জন্ম গ্রহণ করো । এই চক্র রিপিট হতে থাকে । এখন তোমরা যোগবলের দ্বারা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান তৈরী হচ্ছো । তোমরা এখন আস্তিক হয়েছো । ত্রিকালদর্শীও হয়েছো । দুনিয়াতে আর কেউই রচয়িতা আর রচনাকে জানে না । তোমরা বাচ্চারাই জানো কিন্তু ধারণ করে অন্যদের বোঝায় না তাই পয়েন্টস ভুলে যায় । একটি পয়েন্ট বুদ্ধিতে বসে না তাহলে অন্য পয়েন্ট কিভাবে বসবে । দান করতে থাকলে সম্পদ ভরপুর হতে থাকবে । বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকবে যে কাকে কীভাবে বোঝাবো । ভক্তির মহিমা তখন থাকে যখন জ্ঞান থাকে না । যারা সার্ভিসে থাকে তাদের বুদ্ধিতে এই নেশা থাকে । নম্বরের ক্রমানুসার তো থাকেই । মহারথী সেই হয় যে অন্যকে নিজের সমান বানাতে থাকে । নিজে জ্ঞান ধারণ করে । পদও সে তেমনই প্রাপ্ত করে । এই পরিশ্রম সম্পূর্ণভাবে গুপ্ত । তোমরা বাবার হয়েছো তাই বুঝতে পারো যে, বাবার থেকে অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবো । ওখানে রাবণ থাকে না । রাবণের রাজ্যই পৃথক আর রামের রাজ্যও পৃথক । বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি সবই এই সময়ের কথা। সে'সব হলো পুতুল খেলা । বাবা বোঝান যে, এই সময় সম্পূর্ণ সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ হলো তমোপ্রধান । সবই শেষ হওয়ার সময় । তোমাদের বুদ্ধিতে সমস্ত রহস্য আছে । বাবা বোঝানোর জন্য কতো উপায় বলতে থাকেন । বুঝবেও কোটিতে কয়েকজন, এখন তো চারা লাগছে । যারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে তারা সবাই বেড়িয়ে আসবে । হিন্দুরা প্রকৃতপক্ষে হলো দেবী - দেবতা ধর্মের । তোমাদের বোঝাতে

হবে, ভারতবাসীরা দেবী - দেবতা ধর্মের মূল বা আদি । তোমরা দেবী - দেবতাদেরই পুজো করো । তোমাদের ধর্মই হলো দেবতা ধর্ম । প্রথমে তোমরা দেবতা ছিলে তারপর তোমরা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হয়েছো । এখন তোমরা আবার ব্রাহ্মণ হয়ে দেবতা হও । আমরা ভারতবাসীদের বোঝাবো । এখন চারাগাছ লাগানো হচ্ছে । বাবা বসে বোঝান, আমি কীভাবে শূদ্র থেকে কনভার্ট করি । তোমরা ব্রাহ্মণ হয়ে তারপর আবার দেবতা হবে । এ কতো সহজ - সুন্দর বোঝানো । তোমাদের যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, শাস্ত্র পড়েছো ? তখন বলো, ভক্তিমার্গে সবাই শাস্ত্র পাঠ করে কিন্তু সদ্গতি তো বাবা এসেই করেন, তাই তো তোমরা ডেকে থাকো যে, হে পতিত পাবন, এসো । যুক্তির সঙ্গে বোঝাও তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবে । বোঝানোর জন্য বাচ্চাদের মধ্যে সাহস থাকা চাই । ড্রামা তোমাদের দিয়ে সার্ভিস করাবে -- এমনটা দেখতে পাওয়া যায় । পূর্ব কল্পেও ইনি এই পুরুষার্থ করে এই পদ প্রাপ্ত করেছিলেন, বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্তির সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে । বাবার উত্তরাধিকার যখন পাচ্ছি, তখন আমরা রাবণের সম্পদে কেন হাত দেবো ? আমরা কেন মিষ্টি হয়ে যাই না ? আমাদের সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে । এ হলো রাজযোগ - নর থেকে নারায়ণ হওয়ার অর্থাৎ রাজত্ব প্রাপ্তির যোগ ।

বাবা বলেন, আমি কল্প - কল্পের সঙ্গম যুগে আসি । এ হলো চড়তি কলার যুগ । বাকি সবই হলো অবতরণ কলার যুগ । উত্তরণ কলা আর অবতরণ কলা হয় । এই চক্র তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত । বাবা বসে বাচ্চাদের (আত্মাদের) বলেন - আমাকে স্মরণ করো । এই অন্তিম জন্ম পতিত হয়ো না তাহলে আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাবো । তোমরা কি আমার কথা শুনবে না ? তাহলে তোমরা তো অসীম জগতের সুখ প্রাপ্ত করতে পারবে না । তোমরা এই জন্ম তো পবিত্র হও । আমি গ্যারেন্টি করছি যে, আমি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাবো । বাবার কথাও কি তোমরা মানবে না ? যারা ফুল (পুষ্প) তৈরী হবে তাদের তৎক্ষণাৎ তীর বিদ্ধ হবে । ভাগ্যে না থাকলে এমনভাবে শুনবে যেন, উল্টো ঘড়া । প্রদর্শনীতে তোমরা কতজনকে বোঝাও, তারা ভালো - ভালো বলতে থাকে । তারা বলবে, এই মার্গ খুবই সহজ, কিন্তু নিজেরা কিছুই করবে না । কেবল মহিমা করলো, অন্যদের বললো, এ খুবই ভালো কিন্তু নিজেরা এই পথে চললো না -- এতে আর কি হলো ! ওরা বলবে, ভাগ্যে নেই । এরা প্রজাতে আসবে। কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে সার্ভিসের শখ থাকা চাই । হাজার হাজার জনকে শোনাতে হবে । অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য মা - বাবার সমান পুরুষার্থ করতে হবে । আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য অত্যন্ত মিষ্টি, সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে । রাবণের সম্পদে হাত দিও না ।

২) নলেজ ধারণ করে রুহানী নেশাতে থেকে সার্ভিস করতে হবে । অসীম জগতের সুখ প্রাপ্ত করার জন্য বাবার প্রতিটি নির্দেশ মেনে সেই পথে চলতে হবে ।

বরদানঃ- অ্যাটেনশনের (মনোযোগ) বিধির দ্বারা মায়ার ছায়া থেকে নিজেকে সেফ (সুরক্ষিত) রেখে অস্থির পরিস্থিতিতেও অচল ভব

বর্তমান সময় প্রকৃতির তমোগুণী শক্তি আর মায়ার সূক্ষ্ম রয়্যাল বুদ্ধির শক্তি নিজের কার্য তীব্রগতির সাথে করে চলেছে । বাচ্চারা প্রকৃতির ভয়াবহ রূপকে জেনে যায় কিন্তু মায়ার অতি সূক্ষ্ম স্বরূপকে জানতে ধোঁকা খেয়ে যায়। কেননা মায়া ভুলকেও সঠিক অনুভব করায়, অনুভবের শক্তিকে সমাপ্ত করে দেয়, মিথ্যাকে সত্য সিদ্ধ করাতে হুঁশিয়ার বানিয়ে দেয়। তাই "অ্যাটেনশন" শব্দটিকে আন্ডারলাইন করে মায়ার ছায়া থেকে নিজেকে সেফ রাখো আর অস্থির পরিস্থিতিতেও অচল থাকো ।

স্লোগানঃ- প্রতিটি সঙ্কল্পে যদি উৎসাহ - উদ্দীপনা থাকে তাহলে সঙ্কল্পের সিদ্ধি হয়েই আছে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;